৯০ অধ্যায়
মানুষদের প্রশ্ন এবং আল্লাহ্‌র উত্তর; প্রথম পর্ব

শ্রোতা বন্ধু, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

আমরা আপনাকে আল্লাহ্‌র নামে শুভেচ্ছা জানাই। তিনি শান্তির প্রভু। তিনি তার তৈরীকৃত ধার্মিকতার পথ এবং তাঁর সত্যময় শান্তি সম্পর্কে আমাদের জানাতে চান। আজকে আপনার অনুষ্ঠান "ধার্মিকতার পথ" আবারো উপস্থাপন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।

প্রিয় বন্ধু, পাক কিতাবের শিক্ষার বিষয়ে চিঠি লেখার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। যে সকল চিঠি, বই এবং ক্যাসেট আপনাদের পাঠানো হয়েছে, আশা করি তা পেয়ে আপনারা উপকৃত হয়েছেন। যারা ধার্মিকতার পথ অনুষ্ঠানটি মনোযোগের সাথে শুনেছেন তাদের ধন্যবাদ জানাই। যদি আপনি আমাদের কাছে চিঠি নাও লিখে থাকেন তারপরও আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। আল্লাহ্‌ আপনাকে রহমত দান করুন এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত নাজাতের সুখবর বুঝতে সাহায্য করুন। আমরা পরিকল্পনা করেছি, আজ এবং পরবর্তী অনুষ্ঠান কিছুটা ভিন্ন করবো। আমরা যে **প্রশ্নগুলো** পেয়েছি তা আপনাদেরকে জানাতে চাই। এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য আমরা শুধুমাত্র **পাক-কিতাব** ব্যবহার করবো, "তোমার কালাম আমার পথ দেখাবার বাতি, আমার চলার পথের আলো!" (জবুর ১১৯:১০৫ আয়াত)

এখন প্রশ্নগুলো দেখা যাক। আজকে আমাদের প্রশ্নগুলো পড়ার জন্য একজন বন্ধু সাহায্য করবেন।

১) ধন্যবাদ। প্রথম প্রশ্ন: **যারা "ধার্মিকতার পথ" অনুষ্ঠানটি তৈরী করেছেন তাদের ধর্ম কি?**

অনেক আগে, আল্লাহ্‌ আমাদের সত্য খোঁজার দিল দিয়েছেন–আমরা আমাদের জন্য সত্য আল্লাহ্‌র কালাম জানতে চাই। আমরা কিতাবুল মোকাদ্দস মনোযোগ সহকারে পড়ি, যেখানে তৌরাত, জবুর, নবীদের কিতাব এবং ইঞ্জিল (সুখবর) দেয়া আছে। আমরা খুজে পেয়েছি যে ঈসা মসীহ্‌ই নাজাতদাতা যার সম্পর্কে সকল নবী লিখে গিয়েছেন। আদম সন্তানদের গুনাহের ঋন পরিশোধ করার জন্য ঈসার নিখুঁত এবং চূড়ান্ত কোরবানি হয়েছে যেন তাঁর উপর যে ঈমান আনে সে চিরতরে আল্লাহ্‌র উপস্থিতির মধ্যে আসতে পারে। ঈসাই একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছেন এবং তিনিই আমাদের আল্লাহ্‌র কাছে নিয়ে যেতে পারেন। আমরা আমাদের সকল আশা তাঁর উপরে রেখেছি।

তাহলে আমরা কারা? আমরা ঈসার সাহাবী। কোরআন আমাদের বলে "আল-কিতাবী" যার অর্থ কিতাবীগণ। অন্যেরা আমাদের বলে থাকে ঈসায়ী অর্থাৎ ঈসার লোক। যদি আপনারা আমাদের খ্রীষ্টিয়ান বলে থাকেন তাহলে বলে রাখি যে সকল খ্রীষ্টিয়ানরা কিন্তু খ্রীষ্টের লোক নয়। যেমন করে একটি কাঠের টুকরো পানিতে ভিজিয়ে রাখলেই তা কুমিরে পরিনত হয় না, {প্রবাদ বাক্য} সেইভাবে খ্রীষ্টিয়ানদের কার্যকলাপ করলেই একজন খ্রীষ্টিয়ান হয়ে যায় না। একটি ধর্মকে অনুসরণ করলেই আপনার সাথে আল্লাহ্‌র সম্পর্ক হয়ে যাবে না। শুধুমাত্র ঈসা মসীহ্‌ই একজনকে আল্লাহ্‌র কাছে নিয়ে যেতে পারে। আমরা কতটা রহমতপ্রাপ্ত যে, আমরা ঈসা মসীহ্‌কে আমাদের

নাজাতদাতা, প্রভু এবং বন্ধু হিসেবে পেয়েছি! তিনি আমাদের সাথে আল্লাহ্‌র একটি সুসম্পর্ক দিয়েছেন এবং মৃত্যুতে সাহস দিয়েছেন। প্রতিদিন তিনি তাঁর বিশ্বস্থতা এবং মহব্বত আমাদের দেখিয়ে থাকেন। অনন্ত জীবনের সাথে জড়িত সকল কিছু আল্লাহ্‌ আমাদের ঈসা মসীহেতে দিয়ে থাকেন! আমাদের দিল যা চায় তা আমরা তাঁর মধ্য দিয়ে পেয়ে থাকি!

২) ধন্যবাদ। পরবর্তী প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ আর এই প্রশ্নটির একটি স্পষ্ট উত্তর প্রয়োজন। এখানে এভাবে লেখা আছে: **কিছু বিষয় আমাকে কষ্ট দেয়। আমি কোরআনে পড়েছি, যেখানে মোহাম্মদ নবী আদেশ করেছেন যেন আমরা তৌরাত এবং ইঞ্জিলে ঈমান আনি যা বাইবেলে পাওয়া যায়। আমি বাইবেলকে সম্মান করি এবং তা পড়া শুরু করি। যাইহোক, আমার বন্ধুরা বলেছে আমরা বাইবেলে ঈমান আনতে পারিনা কারণ এটি এখন দূর্নীতিগ্রস্ত এবং পরিবর্তন করা হয়েছে। তারা বলেছে, যে বাইবেল আমি পড়ছি তা আসল নয়। আপনি এই সম্পর্কে কি বলেন?**

এর উত্তর দেয়ার আগে তাদেরকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই যারা বলে থাকে যে এই পুরাতন কিতাব যা নবীরা লিখেছেন তা দূর্নীতিগ্রস্ত এবং পরিবর্তন করা হয়েছে। আপনারা যেখান থেকে এই বিষয়টি পেয়েছেন অর্থাৎ বাইবেল দূর্নীতিগ্রস্ত এবং পরিবর্তন হয়েছে তার উৎস কি? এই মারাত্মক দোষ দেয়ার পিছনে ভিত্তি কোথায়? তাহলে আমাদের বলুন **কবে** বাইবেল পরিবর্তন করা হয়েছে? **কে** পরিবর্তন করেছেন? **কোথায়** পরিবর্তন করা হয়েছে? **কি কি** পরিবর্তন করা হয়েছে? কেউ কি কোন প্রকার প্রমান দিতে পারবে যে পাক-কিতাব পরিবর্তন করা হয়েছে? যদি আপনি সততার সাথে খোজেন তাহলে দেখতে পাবেন যে আল্লাহ্‌ তাঁর নবীদের মধ্য দিয়ে যে পাক কিতাব নাজেল করেছেন তা তিনি রক্ষা করে আসছেন। যারা ঘোষণা করছে যে বাইবেল পরিবর্তন করা হয়েছে তারা শুধুমাত্র একটি গুজবের উপর ঈমান এনেছে। বাইবেল পরিবর্তন করা হয়েছে তার পক্ষে কোন প্রকার সাক্ষী নাই। বরঞ্চ বাইবেল যে বিকৃত হয়নি তার পিছনে অনেক সাক্ষী রয়েছে। বর্তমানে, বিশ্বের মহান জাদুঘরে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা পণ্ডিতবর্গ আছে তারা অনেক পুরোনো কিতাব সংরক্ষিত করে রেখেছেন। যার মধ্যে নতুন নিয়ম অথবা ইঞ্জিলও আছে। এর মধ্যে বেশিরভাগ কিতাবই মোহাম্মদ আসার শত বছর পূর্বের। যাকে বলা হয় পুরাতন নিয়ম। আপনি যদি সেই সকল পুরাতন কিতাবের সাথে মিলিয়ে দেখেন তাহলে আপনি আবিষ্কার করতে পারবেন যে আল্লাহ্‌ তাঁর কিতাব সংরক্ষিত করে রেখেছেন। মোহাম্মদের সময়ে যে বাইবেল পাঠ করা হত সেই একই বাইবেল এখন আমাদের হাতে আছে। নবীরা তাদের লেখাগুলো কোন পশুর চামড়ায় অথবা গাছের খোসায় লিখে রাখতেন। ইহুদীদের শরীয়তের শিক্ষকেরা সেই লেখাকে নতুন করে কিতাব আকারে তৈরী করেছে। এই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকেরা নিশ্চিত করেছে যে, আমাদের কাছে যে কিতাব আছে তা মূল কিতাবের সাথে পুরোপুরি মিলে যায়। কিতাবের অক্ষরগুলো গণনা করা হয়েছে এবং নিশ্চিত করার জন্য এর মধ্যেকার অক্ষর মিলিয়ে দেখা হয়েছে যে, এটি ঠিক মূল কিতাবের মত। যদি সেখানে কোন সমস্যা থাকত, তাহলে সকল কিতাব ধ্বংস করে

ফেলা হতো! ইহুদী ধর্ম শিক্ষকেরা বিশ্বাস করে যে আল্লাহ্‌র কালাম পরিবর্তন করার মানে হল আল্লাহ্‌র সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা! হয়তো আপনি ১৯৪৭ সালের বিখ্যাত, মৃত সাগরের কিতাবের আবিষ্কার সম্পর্কে শুনেছেন। আপনি কি জানেন যে এই কিতাবটি ঈসার জন্মের একশো বছর পূর্বে অনুলিপি করা হয়েছে? তারপরও এই কিতাব সেই কিতাবের অনুলিপির সাথে পুরোপুরি মিলে যায় যা একহাজার বছর পরে অনুলিপি করা হয়েছে! বাইবেল পরিবর্তন করা হয়নি! কেউ বাইবেল পরিবর্তন করতে পারে না। এটি অসম্ভব! ঈসার সময় থেকেই মূল হিব্রু বাইবেল পণ্ডিতেরা তরজমা করা শুরু করে। কেউ দুনিয়ার সকল বাইবেলকে একসাথে পরিবর্তন করতে পারে না। বর্তমানে, সমস্ত দুনিয়াতে দুই হাজারেরও বেশি ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করা হয়েছে। {নোট: ইংলিশে ডজন ডজন বাইবেল অনুবাদ করা হয়েছে} আল্লাহ্‌ তাঁর পাক-কালামকে সংরক্ষণ করেছেন এবং তার গোলামেরা তা দুনিয়ার বিভিন্ন ভাষায় তরজমা করছে কারণ আল্লাহ্‌ চান যেন সবাই পাক-কালাম তাদের নিজের কানে শুনে, নিজের দিল থেকে বোঝে ও গ্রহণ করে এবং নাজাত পায়।

আল্লাহ্‌ কি তাঁর কালামকে শয়তানের হাত থেকে এবং যারা এটি পরিবর্তন করতে চায় কিংবা নষ্ট করতে চায় তাদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে? হ্যাঁ, তিনি তা পারেন এবং তিনি তা রক্ষা করেছেন! আল্লাহু আকবার! আল্লাহ্‌ মহান! অবশ্যই আমরা প্রথম থেকেই সচেতন আছি যে শয়তান দুনিয়ার শুরু থেকেই আল্লাহ্‌র কালামকে পরিবর্তন করতে চেয়েছিল। আল্লাহ্‌ যে কথা বলেছিলেন, তা মানুষকে ভুলভাবে বুঝানোর চেষ্টা করেছিল শয়তান। উদাহরণস্বরূপ, তৌরাত শরিফের প্রথম অংশে অর্থাৎ পয়দায়েশে আল্লাহ্‌ আদমকে বলেছিলেন যে, **"যেদিন তুমি এই গাছের ফল খাবে সেদিন তুমি মরবে!"** কিন্তু শয়তান আল্লাহ্‌র-কালামকে অস্বীকার করে বলেছিল, **"কখনোই মরবে না!"** এইভাবে শয়তান আল্লাহ্‌র কালামকে পরিবর্তন করতে চেয়েছিল। আপনি জানেন যে, আদম এবং হাওয়া শয়তানের কথায় বিশ্বাস করেছিলেন এবং নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়েছিলেন। ফলাফলে, তাদের রূহ্‌ মারা গিয়েছিল এবং তাদের দেহ নষ্ট হতে ও মরতে শুরু করেছিল। প্রিয়বন্ধু, আল্লাহ্‌র কালাম সত্য। শয়তান ছিল মিথ্যাবাদী এবং প্রতারক। শয়তান মানুষদের ঠকাতে চায় এবং তাদেরকে এই কথাই বিশ্বাস করাতে চায় যে বাইবেল পরিবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু প্রভু ঈসা মসীহ্‌ বলেছেন, "পাক-কিতাবের কথা কি বাদ দেওয়া যেতে পারে? পারে না।" (ইউহোন্না ১০:৩৫ আয়াত) "আসমান ও জমীন শেষ হবে, কিন্তু আমার কথা চিরদিন থাকবে।" (মথি ২৪:৩৫ আয়াত)

৩. এখন তৃতীয় প্রশ্ন। **কেন আপনারা ঈসাকে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে থাকেন? আল্লাহ্‌ সন্তানের জন্ম দেয় না এবং তিনিও জন্ম নেননি। তাহলে কিভাবে ঈসা আল্লাহ্‌র পুত্র হতে পারে?**

আমরা প্রায়ই এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি, তবুও আমরা আনন্দের সাথে আবারো এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই। এড়িয়ে যাওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা মৃত্যু পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে! প্রবাদ বাক্যে আছে: "আপনি বিষয়টি

জানার পূর্বে, এড়িয়ে যাওয়া আপনাকে হত্যা করবে!" যারা প্রশ্ন করে তারা বলে "কেন আপনারা ঈসাকে আল্লাহ্‌র সন্তান বলে থাকেন?" প্রথমত, আমরা শ্রোতাবৃন্দকে জানাতে চাই "আল্লাহ্‌র পুত্র" উপাধিটি আমরা দিই নি। **আল্লাহ্‌** ঈসাকে **তাঁর পুত্র** বলে ডেকেছেন। দ্বিতীয়ত, "আল্লাহ্‌র পুত্র" বললেই কথাটা এমন দাড়ায় না যে, আল্লাহ্‌ একজন স্ত্রী গ্রহণ করেছেন এবং তার মধ্য দিয়ে একজন সন্তান গ্রহন করেছেন! আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি যে কিতাবে ঈসার হাজারো নাম এবং উপাধি রয়েছে। ওই সকল নামগুলো আমাদের সাহায্য করে ঈসার পরিচয় সম্পর্কে জানতে। উদাহরণস্বরূপ, তাকে বলা হয়েছে "দরজা" কিন্তু তার মানে এই না যে ঈসা কাঠের তৈরী অথবা লোহার তৈরী কোন দরজা। তাকে আরো বলা হয়েছে "জীবন খাদ্য" কিন্তু তার মানে এই না যে, তিনি একটি ভেড়া। একইভাবে, যখন আল্লাহ্‌ তাঁকে পুত্র বলে ডেকেছেন, তখন আপনাদের বুঝতে হবে যে এর মানে এই না যে আল্লাহ্‌ একজন স্ত্রী গ্রহণ করবেন এবং তার মধ্য দিয়ে একজন সন্তান নিবেন! এটি কুফরী হবে। আমি যদি সিনেগাল থেকে কোন দেশে ঘুরতে যাই তাহলে সেখানকার লোক আমাকে "সিনেগালের সন্তান" বলবে। কিন্তু তার মানে এই না যে, সিনেগাল একটি স্ত্রী নিয়েছে এবং তার মধ্য দিয়ে একজন সন্তান গ্রহণ করেছে। একইভাবে, আল্লাহ্‌, ফেরেশতারা, এবং নবীগণ মসীহ্‌কে "আল্লাহ্‌র পুত্র" বলে ডেকেছেন কারণ তিনি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছেন। ঈসা একজন কুমারীর গর্ভে জন্মেছিলেন। তাঁর কোন জাগতিক আব্বা ছিল না। তিনি জন্মগ্রহণ করার পূর্বে বেহেশতে বসবাস করছিলেন কারণ তিনি হচ্ছেন "কালেমাতুল্লাহ্‌" অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কালাম যিনি শুরুতেই আল্লাহ্‌র সাথে ছিলেন। কিতাব এই ঘোষণা করে: "প্রথমেই কালাম ছিলেন, কালাম আল্লাহ্‌র সংগে ছিলেন এবং কালাম নিজেই আল্লাহ্‌ ছিলেন। সেই কালামই মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন এবং আমাদের মধ্যে বাস করলেন। পিতার একমাত্র পুত্র হিসাবে তাঁর যে মহিমা সেই মহিমা আমরা দেখেছি। তিনি রহমত ও সত্যে পূর্ণ। আল্লাহ্‌কে কেউ কখনও দেখে নি। তাঁর সংগে থাকা সেই একমাত্র পুত্র, যিনি নিজেই আল্লাহ্‌, তিনিই তাঁকে প্রকাশ করেছেন।" (ইউহোন্না ১:১, ১৪, ১৮ আয়াত)

ঈসা হচ্ছেন, আল্লাহ্‌র অনন্তকালীন পুত্র। আল্লাহ্‌র কালাম দুনিয়াতে মানুষের দেহ নিয়ে দেখা দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র কালাম কি? আপনি হয়তো বলতে পারেন পাক-কিতাব হচ্ছে আল্লাহ্‌র কালাম যা লিখতে আল্লাহ্‌ নবীদের উৎসাহ দিয়েছিলেন। আপনি সঠিক। নবীদের কিতাব আমাদের কাছে আল্লাহ্‌র কালামের মত, যেন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একটি চিঠি। কিন্তু আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। ধরুন আপনার একজন বন্ধু আছে যে অন্য শহরে বাস করে। আপনি আপনার বন্ধুর কাছে কোন বিষয়টি আশা করবেন, ১. সে আপনাকে কিছু সাধারণ চিঠি লিখবে নাকি, ২. যখন সে আসবে তখন আপনাকে দেখতে আপনার বাড়িতে আসবে? অবশ্যই আপনি চাইবেন যেন সে আপনাকে দেখতে আসে যাতে আপনারা সরাসরি কথা বলতে পারেন। একইভাবে, তখনও আল্লাহ্‌ মহান ছিলেন এবং কোন কিছুই তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না আর তিনি লোকদের তাঁর সম্পর্কে ও তাঁর ইচ্ছা সম্পর্কে জানাতে চেয়েছিলেন। আপনার কি মনে হয়, আল্লাহ্‌ কি করেছেন? তিনি কি শুধু মাত্র কিছু চিঠি আমাদের উদ্দেশে

৯০ অধ্যায়
মানুষদের প্রশ্ন এবং আল্লাহ্‌র উত্তর; প্রথম পর্ব

পাঠিয়েছেন নাকি তিনি মানুষের দেহে আমাদের কাছে এসেছেন? বন্ধু, সুখবর হচ্ছে এই যে, নবীরা ঘোষণা করেছেন যে, **আল্লাহ্‌ নিজে গুনাহ্‌গার মানুষদের পরিদর্শন করতে এসেছিলেন!**

ইঞ্জিল শরীফে আমরা আবিষ্কার করতে পেরেছি, আল্লাহ্‌ তাঁর কালামকে মানুষরূপে লোকদের মাঝে বসবাস করার জন্য পাঠিয়েছিলেন যাতে তাদের গুনাহের হাত থেকে নাজাত দিতে পারে। বেহেশত থেকে আগত সেই মানুষটি হল ঈসা মসীহ্‌। ঈসা কে যে "আল্লাহ্‌র পুত্র" বলে ডাকা হয় তিনি তার যোগ্য কারণ তিনি আল্লাহ্‌র কালাম যিনি শুরুতে আল্লাহ্‌র সাথে ছিলেন। ঈসা হচ্ছেন, আল্লাহ্‌র চিরস্থায়ী পুত্র যিনি আল্লাহ্‌র পূর্ণ প্রতিনিধি। ঈসা আল্লাহ্‌র চরিত্রকে মানুষের কাছে প্রকাশ করেছেন। আমরা প্রায়ই একজন যুবককে উদ্দেশ্য করে বলে থাকি, "সে একদম তার বাবার মত!" ঈসাও ঠিক তাই। ঈসা আল্লাহ্‌র ছবি বহন করে। ঈসাকে জানলে আল্লাহ্‌কে জানা যায়। কিতাব বলে: "অনেক দিন আগে নবীদের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌ আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে নানা ভাবে অনেক বার অল্প অল্প করে কথা বলেছিলেন। কিন্তু এই দিনগুলোর শেষে তিনি তাঁর পুত্রের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে কথা বলেছেন। আল্লাহ্‌ তাঁর পুত্রকে সব কিছুর অধিকারী হওয়ার জন্য নিযুক্ত করলেন। পুত্রের মধ্য দিয়েই তিনি সব কিছু সৃষ্টি করলেন। আল্লাহর সব গুণ সেই পুত্রের মধ্যেই রয়েছে; পুত্রই আল্লাহর পূর্ণ ছবি। পুত্র তাঁর শক্তিশালী কালামের দ্বারা সব কিছু ধরে রেখে পরিচালনা করেন। মানুষের গুনাহ্‌ দূর করবার পরে পুত্র বেহেশতে আল্লাহ্‌তা'লার ডান পাশে বসলেন।" (ইবরানি ১:১-৩ আয়াত)

একমাত্র চূড়ান্ত "কালাম"। আপনাকে একটি বিষয় বুঝতে হবে, আল্লাহ্‌ কখনো বলেননি যে তিনি কি কারনে ঈসাকে তাঁর পুত্র বলেছেন। শুধুমাত্র আপনাকে **ঈমান আনতে** হবে। মনে রাখবেন আল্লাহ্‌ দাউদকে এইরকমভাবে লিখতে উৎসাহিত করেছিলেন: "ভয়ের সংগে তোমরা মাবুদের এবাদত কর, ভয়-ভরা অন্তরে আনন্দ কর। তোমরা সেই **পুত্রকে সম্মান** দেখিয়ে চুম্বন কর, যাতে তিনি তোমাদের উপর গজব নাজেল না করেন আর চলার পথেই তোমরা ধ্বংস হয়ে না যাও; কারণ চোখের নিমেষেই তাঁর রাগ জ্বলে উঠতে পারে। ধন্য তারা, যারা তাঁর মধ্যে আশ্রয় নেয়!" (জবুর ২:১১, ১২ আয়াত) আল্লাহ্‌ আরো প্রেরিত ইউহোন্নাকেও ইঞ্জিল শরীফে লিখতে উৎসাহিত করেছিলেন: ঈসা সাহাবীদের সামনে চিহ্ন হিসাবে আরও অনেক অলৌকিক কাজ করেছিলেন; সেগুলো এই কিতাবে লেখা হয় নি। কিন্তু এই সব লেখা হল যাতে **তোমরা ঈমান আন যে, ঈসাই মসীহ্‌, ইবনুল্লাহ্‌, আর ঈমান এনে যেন তাঁর মধ্য দিয়ে জীবন পাও।"** (ইউহোন্না ২০:৩০, ৩১ আয়াত) **"যে কেউ পুত্রের উপর ঈমান আনে সে তখনই অনন্ত জীবন পায়, কিন্তু যে পুত্রকে অমান্য করে সে সেই জীবন কখনও পাবে না, বরং আল্লাহ্‌র গজব তার উপরে থাকবে।"** (ইউহোন্না ৩:৩৬ আয়াত)

সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়, পরবর্তী সম্প্রচারে আমরা আরো প্রশ্ন এবং উত্তর নিয়ে আলোচনা করবো.....

পাক-কিতাবে আল্লাহ্‌ যা ঘোষণা করেছেন তা গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌ আপনাকে রহমত দান করুন:

৯০ অধ্যায়
মানুষদের প্রশ্ন এবং আল্লাহ্‌র উত্তর; প্রথম পর্ব

সব মানুষ ঘাসের মত, আর ঘাসের ফুলের মতই তাদের সব সৌন্দর্য; ঘাস শুকিয়ে যায়, আর ফুলও ঝরে যায়, কিন্তু প্রভুর কালাম চিরকাল থাকে। আর এই কালামই সেই সুসংবাদ, যা তোমাদের কাছে তবলিগ করা হয়েছে। (১ পিতর ১:২৪, ২৫ আয়াত)